দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 21 APR 1998
পৃঃ কলাম

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস ও বিড়ম্বনা

চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় পত্রিকা প্রকাশক গ্রেফতার

রেজানুর রহমান ॥ এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, ফাঁসের গুজব ও বিড়ম্বনা দূর হয় নাই। বরং ইহা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। চরম অব্যবস্থপনা ও মানসিক অস্থিরতার সহিত লড়াই করিয়া প্রতিদিন পরীক্ষা দিতেছে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। চট্টগ্রামের মিরেশ্বরাইয়ে প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে, এই ব্যাপারে শিক্ষা [illegible] চট্টগ্রাম বোর্ড কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত হইয়াছেন। এই অপরাধের সহিত জড়িত ব্যক্তিদের খুঁজিয়া বাহির করা যায় নাই। তবে প্রশ্নপত্রের নমুনা প্রকাশের অভিযোগে পাবলিক পরীক্ষা অপরাধ আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় দুইটি পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদক এবং বার্তা সম্পাদককে গতকাল গ্রেফতার করা হয়। একই অভিযোগে ঢাকা হইতে প্রকাশিত একটি পত্রিকার প্রকাশক ও চট্টগ্রাম প্রতিনিধির বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। (১৫শ পৃঃ ৫-এর কঃ)

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

(১ম পৃঃ পর)

মূলতঃ চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত দৈনিক কর্ণফুলী পত্রিকায় এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের হুবহু নমুনা প্রকাশিত হওয়ার পর সারাদেশে প্রশ্ন ফাঁসের সংবাদ ছড়াইয়া যায়। চট্টগ্রাম বোর্ড ইহাকে দাপ্তরিক গোপনীয়তা এবং পাবলিক পরীক্ষা অপরাধ আইনের ৪ নং ধারা অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য দাবী করায় চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ কর্ণফুলীর প্রকাশক এবং জামায়াত নেতা আলহাজ আফসার উদ্দিন এবং যুগ্ম বার্তা সম্পাদক মামুনুর রশীদকে গ্রেফতার করে। পরে তাহারা জামিনে মুক্তি পান। একই অভিযোগে গতকাল কুমিল্লায় 'কুমিল্লা বার্তা'র প্রকাশক ও সম্পাদক প্রফেসর এ কে এম মফিজুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। তিনিও জামিনে মুক্তি পাইয়াছেন। ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ গতকাল রাজধানীর একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও চট্টগ্রাম প্রতিনিধির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়াছে।

একটি সূত্র জানায়, যে কোন উপায়ে হউক চট্টগ্রামে এসএসসি পরীক্ষার সকল বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হইয়াছে। পত্রিকায় ইহার নমুনা প্রকাশ না হইলেও ফ্যাক্স, ফটোস্ট্যাট মেশিন এবং টেলিফোন মারফত অনেকেই প্রশ্নের আদ্যোপান্ত জানিয়া গিয়াছে। এই সুযোগে ভুয়া প্রশ্নপত্র ছাপাইয়া অনেকে বিভ্রান্তি ছড়াইতেছে। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের অনেকে পড়াশুনা বাদ দিয়া ফাঁস করা প্রশ্নপত্রের পিছনে ঘুরিয়া হয়রান হইতেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে গতকাল চট্টগ্রামে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকায় জাতীয় অভিভাবক ফোরাম গতকাল এক বিবৃতিতে এসএসসি পরীক্ষা স্থগিত করার দাবী জানাইয়াছে। গতকাল ইত্তেফাকে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে অনেকে টেলিফোন করিয়া এসএসসি পরীক্ষার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে। একজন অভিভাবক বলিলেন, পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পাইয়া তাহার পরীক্ষার্থী পুত্র পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়াছে। একজন ছাত্রী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলিয়াছে এত অস্থিরতার মধ্যে আমরা কিভাবে ভালভাবে পরীক্ষা দিব? প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনার প্রেক্ষিতে সবচাইতে সংকটে পড়িয়াছে মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। লেখাপড়ায় তাহাদের মন বসিতেছে না।

চট্টগ্রাম অফিস জানায়, এসএসসি পরীক্ষার ফাঁস প্রশ্নপত্র পত্রিকায় ছাপানোর কারণে পুলিশ গত রবিবার রাতে চট্টগ্রামের স্থানীয় দৈনিক কর্ণফুলী পত্রিকার প্রকাশক এবং জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরীর নায়েবে আমীর আলহাজ্ব আফসার উদ্দিন চৌধুরী ও পত্রিকার যুগ্ম বার্তা সম্পাদক মামুনুর রশীদকে গ্রেফতার করে। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব নূরুল হোসেন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় তাহাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে বলিয়া পুলিশ জানায়। উক্ত মামলায় প্রতিবেদক আবুল হাসনাত এবং পত্রিকার সম্পাদক কবি আল মাহমুদকেও অভিযুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবারে প্রকাশিত দৈনিক কর্ণফুলী পত্রিকায় ইংরেজী ১ম পত্রের ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রের সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হয়। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের সচিব উক্ত ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র 'সচিত্র' প্রতিবেদনসহ প্রকাশ করার কারণে পত্রিকার প্রকাশক, সম্পাদকসহ অন্য ২ জনকে আসামী করিয়া মামলা করিয়াছে। জানা যায়, গত রবিবার রাতে আফসার উদ্দিন চৌধুরী ও মামুনুর রশীদকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এই দুইজনকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরী শাখা বিক্ষোভ মিছিল ও সভার আয়োজন করে। এদিকে গতকাল (সোমবার) আফসার উদ্দিন চৌধুরী এবং মামুনুর রশীদকে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করিলে বিপুল সংখ্যক আইনজীবী তাহাদের পক্ষে জামিনের জন্য আবেদন জানান। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট শুনানি শেষে জামিন মঞ্জুর করেন।